ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬১৪
আগরতলা, ১ জুলাই,২০২৪

জাতীয় চিকিৎসক দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
ভারতরত্ন ডা. বিধানচন্দ্র রায় কর্ম ও পেশার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন

ভারতরত্ন ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে আজ সারা দেশে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হচ্ছে। তিনি তাঁর কর্ম ও পেশার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মতো মনীষীগণ সব সময়ই আমাদের কাছে প্রেরণার। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় চিকিৎসক দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। ত্রিপুরায় আগামী দিনে মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এই প্রচেষ্টা নিয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সম্প্রতি ডোনার মন্ত্রক ৫টি প্রকল্পে মোট ৫১৫ কোটি টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে। এরমধ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩টি প্রকল্প রয়েছে। এগুলি হলো আগরতলা ডেন্টাল কলেজ নির্মাণে ২০২ কোটি টাকা, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ নির্মাণে ১৯২ কোটি টাকা, বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপনে ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়াও ন্যাশনাল বোর্ড অব এক্সামিনেশনের অধীনে আইজিএম হাসপাতালে ৪টি বিভাগে ২০টি ডিএনবি আসনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ‘মেরা হাসপাতাল’ পোর্টাল নামে নতুন একটি ডিজিটাল পরিষেবারও সূচনা হয়েছে। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স কলেজ অ্যান্ড স্কুল অব নার্সিংয়ে ৪০ আসন বিশিষ্ট জিএনএম কোর্স চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব ডা. ব্রাহ্মিত কাউর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সৌভিক দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার মিশন অধিকর্তা রাজীব দত্ত। জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে রাজ্যের ১০ জন প্রবীণ চিকিৎসক ও ৫ জন নবীন চিকিৎসককে কর্মক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন।

*****